

Journal of Kolkata Society for Asian Studies : Vol. 10. No. 2, Dec. 2024

নদীয়া জেলার মুসলিমদের উন্নয়ন-একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা

রবিউল ইসলাম সেখ

নদীয়া জেলার মুসলিমদের উন্নয়ন-একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা

রবিউল ইসলাম সেখ

সারাংশ

পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন ধর্মকে মেনে চলে। বিশ্বে খ্রিষ্টান সব থেকে বেশী এবং দ্বিতীয় স্থানে মুসলিম ধর্মলব্ধী মানুষ রয়েছে। তবে ভারতে খ্রিষ্টান অপেক্ষা মুসলিমের সংখ্যা অনেক বেশী। ভারতের মুসলিমরা আদি মানুষ নয় বরং সপ্তম শতকে আরব থেকে ভারতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসে সারা ভারতে মুসলমানের বিস্তার ঘটায়। বর্তমান ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্ব বৃহৎ সংখ্যালঘু হল ইসলাম ধর্মলব্ধী মানুষেরা। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের যে অংশে মুসলমান বেশী বসবাস করে তার মধ্যে অন্যতম একটি রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। নদীয়া হল পশ্চিমবঙ্গের এমন একটি জেলা যেখানে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে মোট জনসংখ্যার ২৬.৭৬% মানুষ মুসলিম বসবাস করে। স্বাধীনতার পর থেকে নদিয়ার মুসলিমদের কি অবস্থা বা কতটা উন্নয়ন হয়েছে তা দেখার জন্য উন্নয়নের যে বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উন্নয়নের মাত্রাগুলি মূলত আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে গভীর ভাবে জড়িত। প্রবন্ধটিতে নদীয়া জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নে রাজনীতি কতটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তা দেখা হয়েছে। গবেষকের সমীক্ষাকৃত জেলার নির্দিষ্ট ব্লকের মুসলিম জনগোষ্ঠীর থেকে প্রাপ্ত তথ্য, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারি রিপোর্ট, গ্রন্থ, প্রবন্ধ পর্যালোচনার পর মুসলিম সাধারণ জনগণের উন্নয়ন কতটা হয়েছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব। আর একটি বিষয় হল এখানকার মুসলিমরা কোন বিষয়গুলিতে পিছিয়ে আছে সেগুলি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ১৯৫৫ সালে কেলকার কমিটি, ১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশন ও গোপাল সিং কমিটি এবং ২০০৬ সালের সাচার কমিটি মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার এবং উন্নয়নের জন্য কিছু সুপারিশ করেন। উত্তর-সাচার কমিটির রিপোর্টে সাচার কমিটির সুপারিশগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের যে বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয় মুসলিম উন্নয়নে, তা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে, তা দেখা হয়।

শব্দসূচক — নদীয়া, রাজনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, খ্রিষ্টান, মুসলিম, ওয়াকফ সম্পত্তি, কেলকার কমিটি, মণ্ডল কমিশন, সাচার কমিটি।

কোনো সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রতিটি সমাজে কিছু পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ থাকে তা ধর্ম, জাত, গোত্র, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, অর্থ ও শিক্ষা ভিত্তিক হতে পারে। আর এই রকম একটি ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় হল পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়। যখন কিছু সংখ্যক মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং সামাজিক-মানসিক ভাবে একে-অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাবে থাকে, তখন ঐ নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা হয় (Phillips and Pittman 2009: 5-6)।^১ কোনো সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন কর্মসূচী ও পরিকল্পনার দ্বারা বৃহত্তর পরিধি অতিক্রম করতে হয়। সম্প্রদায়ের উন্নয়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। এই উপাদানগুলি হল- শিশু উন্নয়ন পরিকল্পনা, যুবক ও কৈশোর উন্নয়ন পরিকল্পনা, বালিকা-মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী, বয়স্ক নাগরিকদের জন্য পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কর্মসূচী, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক কর্মসূচী, সমবায় পরিষেবা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই উপাদানগুলি সম্প্রদায়ের উন্নয়কে সম্পূর্ণতা দিয়ে থাকে (Community Developmen, Kerala, 2015: 5-6)।^২ সামাজিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি হল সামগ্রিক ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি যা জনকল্যাণের প্রতি আলোকপাত করে এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবন-যাত্রার গুণ-মান পরিবর্তন মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে (Midgley 1995: 12-13)।^৩ উন্নয়ন কথাটি বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আসলে উন্নয়ন হল পূর্বের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন নয়। পরিবর্তনটিতে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার বহুমুখী মাত্রার পরিপেক্ষিতে পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ উন্নয়ন হল সামগ্রিক ভাবে ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি (Simasinghe 2020: 52)।^৪ স্বাধীনতার পর থেকে নদিয়ার

মুসলিমদের কতটা উন্নয়ন হয়েছে তা দেখার জন্য উন্নয়নের যে বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উন্নয়নের বহুমাত্রিক মাত্রাগুলি মূলত আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে গভীর ভাবে জড়িত। প্রবন্ধটিতে নদীয়া জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নে রাজনীতি কতটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তা দেখা হল একটি উদ্দেশ্য। জেলাটির মুসলমানরা কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলতে পেরেছে বা কতটা রাজনৈতিক সচেতন হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পদ্ধতি হিসাবে মিশ্র পদ্ধতি, গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসাবে নদীয়া জেলার মুসলিম অধ্যুষিত করিমপুর ১নং ও ২নং ব্লকের চারটি গ্রামপঞ্চায়েত থেকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেকেন্ডারী উৎস হিসাবে সেনসাস রিপোর্ট, নদীয়া জেলা হ্যান্ডবুক, সরকারি-বেসরকারী রিপোর্ট, বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়।

কোরআন ও মুসলিম

সাধারণ ভাবে ইসলাম বিশ্বাস ও অনুসরণকারী মানুষদের মুসলিম বা মুসলমান বলা হয়। ইসলাম পাঁচটি মূল নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এগুলি হল - কলেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত এবং হজ্জ। প্রকৃত মুসলিম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ইসলাম ধর্মে কোরআন-হাদিস এবং শেষ রসূল হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি-সাল্লামের জীবনকে অনুসরণ করে (Sekh 1994: 28-32)।^{১৬} কোরআন মাজিদের ১১২ নম্বর সূরা আল ইখলাসের আয়াত চারটি, রুকু একটি আছে। এই চারটিতে আয়াতে প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ একক, আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন, আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি ও কেউ আল্লাহকে জন্ম দেয়নি এবং আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই। এই সূরার মধ্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের ধারণা বর্ণিত হয়েছে। একজন প্রকৃত মুসলিমের বিশ্বাস এই ধারণা দিয়ে শুরু হয় (কোরআন মাজিদ সূরা নং ১১২: ৮৪৭)।^{১৭} হজরত মোহাম্মদের স্ত্রী আয়েশা একবার অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং আরবে অবস্থানরত ভারতীয় চিকিৎসকের দ্বারা সুস্থ হন। এই সময় মালাবারের অন্তর্গত মালবের রাজা চেরুম্ময়াল পেরুম্মাল ইসলাম গ্রহণ করে আব্দুর রহমান নাম ধারণা করেন (ইসলাম ২০১৫: ১১-১২)।^{১৮} স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন বখতিয়ার খলজি সম্ভবত ১১৭৯ সালে শাহাবুদ্দিন মহাম্মদ ঘোরীর সৈন্যবাহিনীতে চাকুরির জন্য এসেছিলেন। সেখানে তিনি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি দিল্লীতে মালিক কুতুব-উদ-দীন আইবকের দরবারে আসেন (Sarkar 1948: 1-2)।^{১৯} সেন বংশের স্থায়ী রাজধানী ছিল নবদ্বীপে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়াতে মুসলিমের আবির্ভাব ঘটেছিল বখতিয়ার খলজির সময়ে, নবদ্বীপের সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করা ফলে। তিনি আঠারো জন সৈন্যের দ্বারা নবদ্বীপ দখল করেন (Sarkar 1948: 5-7)।^{২০} নদীয়ায় ইজিয়াউদ্দিন বখতিয়ার খলজি রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে পলাশীর যুদ্ধে পতন পর্যন্ত প্রায় ৫৫০ বছর অভিন্ন ভাবে মুসলিম শাসকদের রাজত্ব ছিল। এই সময়ের মধ্যে ১৪১৪-১৪১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র চার বছর রাজা গনেশ স্বাধীন ভাবে বাংলার শাসন করেন (আহমেদ ২০১২: ১৪-১৫)।^{২১} ২০০১ সালে ভারতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২% মুসলমান ২৯টি রাজ্যে ও ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাস করতো। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে প্রায় ২৪% মুসলিম বসবাস করতো। ভারত ভাগের আগে অসম, সিকিম, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বেশ ভালো সংখ্যায় মুসলমান ছিল (Khalidi 2004: 178)।^{২২} ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ সালে ভারত থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য চলে যায়। চলে যাবার পর যে পরিমাণ মুসলিম ভারতে থেকে যায় তার অধিকাংশ গ্রামে চাষবাসের মধ্যে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে (ibid, 2004: 178)।^{২৩} ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভারতে মুসলিম জনগনের দশকীয় বৃদ্ধি হয়েছে ২১.৮% এবং পশ্চিমবঙ্গে দশকীয় বৃদ্ধি ২৫.২% (Association SNAP and Guidance Guild in Association with Pratichi Institute, 2016:20)।^{২৪} ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকে মুসলিম বসবাসের পরিপেক্ষিতে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। নদীয়া জেলা দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান করে এবং এই জেলায় ২৬.৮% মুসলিম, ৭২.১৫% হিন্দু এবং ১.১০% খ্রিস্টান-শিখ-বৌদ্ধ-জৈন মানুষ বসবাস করে (ibid, 21-22)।^{২৫}

উন্নয়ন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

উন্নয়নের ধারণাটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভাব ঘটে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকার নিয়ে নতুন নতুন রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই অবস্থায় রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক উন্নতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে (Gupta 2015: 35-3)।^{১৬} অমর্ত্য সেন তাঁর “Development as Freedom” গ্রন্থে উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, আধুনিকীকরণ, ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি প্রভৃতিকে বোঝাননি। সামাজিক ক্ষেত্রে সকলে স্বাধীন হওয়া এবং সেই স্বাধীনতা সমাজের সব স্তরের মানুষ উপভোগ করে থাকে—এই অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। স্বাধীনতা নির্ভর করে বেশ কিছু আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপর। যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং মতামত বিনিময়ের নিরাপত্তা (Sen 1999: 3)।^{১৭} পাকিস্তানের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, ড. মেহেবুবুল-উল-হক ইউনাইটেড নেশানস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মানব উন্নয়নের সূচক নির্ধারণ করেন। ১৯৯০ সালে প্রথম মানব উন্নয়নের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। অর্থনীতিক বৃদ্ধি কখনোই সমাজের আর্থিক বৈষম্য কমায় না বরং বৈষম্য বাড়ায়। তিনি মনে করেন, অর্থনীতিক উন্নতির সঙ্গে মানব উন্নয়নের সরাসরি সংযোগ নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দরিদ্রতা মুক্তি ঘটায় এবং জনগণকে অর্থনীতিক ভাবে ক্ষমতাযুক্ত করে (The Mahbul-ul-Haq Human Development Centre 2003: 15-27)।^{১৮} ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলি উন্নয়ন বলতে “Millennium Development Goal”-কে বুঝিয়েছেন। উন্নয়নে পৌঁছানোর জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি আটটি লক্ষ্য স্থির করেছিল। যেমন- ক্ষুধা-দারিদ্রতা দূর করা; সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা; লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীমুক্তি; শিশুমৃত্যু হ্রাস করা; মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ; এইচ.আই.ভি, এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য মহামারী দূর করা; এবং উন্নয়নে বিশ্ব অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা (Willis 2011: 1-2)।^{১৯}

রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটির আবির্ভাব ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে। রাজনীতি উন্নয়ন বিভিন্ন ভাবে ঘটতে পারে তা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিকীকরণ হতে পারে (Naqvi, Muhammad, Yaseem, 2021- 34)।^{২০} রাজনীতির উন্নয়নের ধারণাটি মূলত ১৯৬০ সালে লুসিয়ান পাই, ডেভিড আফটার ও মাইরন ওয়েনার প্রমুখ চিন্তাবিদদের ধারণা (ibid, 2021: 35)।^{২১} লুসিয়ান পাই প্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যিনি রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটিকে পরিষ্কার সংজ্ঞায়িত করেছেন। রাজনৈতিক উন্নয়ন হল রাজনীতির সাংস্কৃতিক প্রসারণ এবং অভিযোজন; নতুন চাহিদার সাথে পুরানো জীবন নিদর্শনগুলির সংমিশ্রণ এবং সমন্বয়। জাতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিবর্তন রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রথম স্তর (Pye 1991: 496-498)।^{২২} Joseph La Palombara and J. Ronald Penroch says that “Political Development is closely related to building democracy by inculcating democratic values in the people.” (Naqvi, Muhammad, Yaseem, op.cit. 2021: 34)।^{২৩} সিমুর মার্টিন লিপসেট ও স্যামুয়েল হান্টিংটন রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে গণতান্ত্রিক উন্নয়নকে বুঝিয়েছেন। গণতান্ত্রিক উন্নয়নের কতগুলি নির্ধারক রয়েছে এবং সেগুলি হল- গণ-সার্বভৌমত্ব; আইনি সরকার; সিধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ; সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সহনশীলতা; সমাবেশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক দল গঠন করা; ভিন্ন চিন্তাভাবনার প্রতি সহনশীলতা এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সরকারের প্রতিক্রিয়া (Yu 2002: Chap-1)।^{২৪}

নদীয়ায় মুসলিমদের রাজনৈতিক উন্নয়ন

ব্রিটিশ পর্বে ভারতে মুসলিম পিছিয়ে ছিল দারিদ্রতা, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে; কিন্তু উইলিয়াম হান্টার মনে করেন বাংলার মুসলমানদের কোন প্রতিনিধি সরকারে বা সরকারী আমলাতন্ত্রে না থাকায় বাংলার মুসলিম পিছিয়ে পড়েছে। এই সময় মুসলিম পরিবারের ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ছিল শূন্য (Ansari 2007: 37-40)।^{২৫} স্বাধীনতার পর

পশ্চিমবঙ্গ বা নদীয়ার মুসলিম উন্নয়নে তেমন পরিকল্পনা বা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিমদের ভাবনা ভেবে কোন রকম কর্মসূচী গ্রহণ না করার ফলে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুসলিম ভোটাররা মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে সি. পি. আই (এম) ১১৩ টি আসন, কংগ্রেস ১০৬ টি আসন এবং মুসলিম লীগ ৭টি আসন দখল করে। পরবর্তীতে মুসলিম লীগের প্রায় সদস্যরা কংগ্রেসে দলে যোগদান করে এবং দলটির অস্তিত্ব হারায় (আহমেদ ২০১২: ১০৮-১১৪)।^{২৫} ১৯৯০ সালে মণ্ডল কমিশন সকল ধর্মের মানুষের ভিতর জাত ও উপজাত ভিত্তিক সংরক্ষণের কথা বলা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পেশা ও বংশগত ভাবে জাত নির্ধারিত হয় কিন্তু এখানে রাজনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে নীরব ছিল মণ্ডল কমিশন (Kishnan 2012: 61-62)।^{২৬} রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটি পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুর ১৫% ও মুসলিমদের ১০% সংরক্ষণের জন্য কথা বলে। মুসলিমদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি বা সংরক্ষণের কথা ছিল না (ibid-2012: 63-64)।^{২৭} ২০০৬ সালে সাচার কমিটি রিপোর্টে মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়ার কথা তুলে ধরে। এই কমিটি উক্ত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কীভাবে উন্নয়ন ঘটানো যাবে তার জন্য কিছু সুপারিশ করেন। এই সময় প্রধানমন্ত্রী পনেরো দফা কর্মসূচী চালু করেন এবং মুসলিম জনগনের মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় শিক্ষা, সরকারী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজে অংশগ্রহণ, সামরিক বাহিনী প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (Planning Commission, Government of India 2008: 121-125)।^{২৮} সংখ্যালঘু শ্রেণীর উন্নয়ন এবং কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহণের ফলে প্রকৃত উন্নয়ন হতে পারে তার জন্য ভারত সরকার ২০০৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী পৃথক সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী দপ্তর তৈরী করেন। এই মন্ত্রী দপ্তরের মূল লক্ষ্য হল দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নয়নের বিষয় দেখাশুনা করা ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নেওয়া (ibid,123)।^{২৯}

ধর্মভিত্তিক নদীয়া জেলার জনসংখ্যা ও শতাংশ (১৯৬১-২০১১)

বছর	হিন্দু	মুসলিম	খ্রিষ্টান	বৌদ্ধ	শিখ	জৈন	অন্যান্য ধর্ম	ধর্মহীন	মোট জনগন
১৯৬১	১২৮৪১৭৩ ৭৪.৯	৪১৭৭০৬ ২৪.৪	১০৮৪০ ০.৬	৪০০ ০.১	৩৮ ০.০	১২৬ ০.০	৪১ ০.০	-- ০.০	১৭১৩৩২৪ ১০০.০
১৯৭১	১৬৯৩০০৬ ৭৫.৯	৫২০৫৭১ ২৪.১	১৬৩৩৭ ০.৭	৭৭ ০.০	৫৫ ০.০	১৬৮ ০.০	৫৬ ০.০	-- ০.০	২২৩০২৭০ ১০০.০
১৯৮১	২২২৯১৭৭ ৭৫.২	৭১৩৭৭৬ ২৪.১	২০৫০৮ ০.৭	২০৮ ০.০	২৩০ ০.০	২৮২ ০.০	০৭ ০.০	৭৩ ০.০	২৯৬৪২৫৩ ১০০.০
১৯৯১	২৮৬৩৮৯১ ৭৪.৩	৯৫৯৯৯৮ ২৪.৯	২৬৬৭৪ ০.৭	৩৩৮ ০.০	২৭৯ ০.০	১১৮ ০.০	২৮৫ ০.০	৫১৮ ০.০	৩৮৫২০৯৭ ১০০.০
২০০১	৩৩৯৬০৯৫ ৭৩.৮	১১৭০২৮২ ২৫.৪	২৯৫৬৩ ০.৬	৬৯৯ ০.০	৫৩৫ ০.০	১৮০ ০.০	৫৭৭৩ ০.১	১৬০০ ০.০	৪৬০৪৮২৭ ১০০.০
২০১১	৩৭২৮৪৮২ ৭২.২	১৩৮২৬৮২ ২৬.৮	৩৩৮৫৫ ০.৭	৮৪৯ ০.০	৫১৪ ০.০	২৮১ ০.০	১৬৮৯৩ ০.৩	৪০৬৪ ০.১	৫১৬৭৬০০ ১০০.০

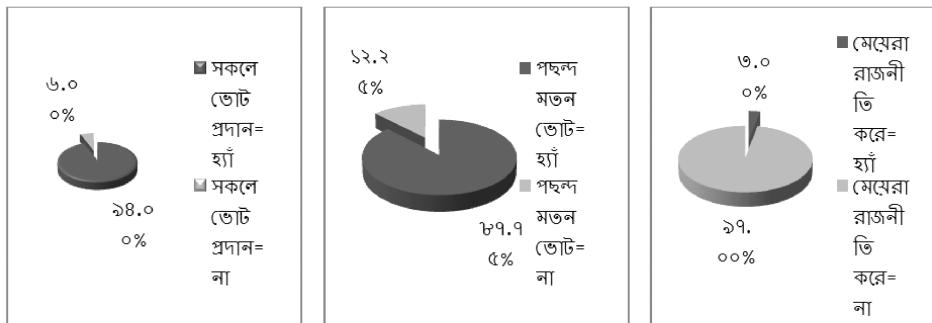
(Source-Nadia District Handbook, Census Report-2011, pp.45)

নদীয়া জেলার মুসলিমদের উন্নয়ন- একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা

নদীয়া জেলার করিমপুর ১নং ব্লক ও করিমপুর ২নং ব্লকে মুসলিম অধ্যুষিত দুটি করে মোট চারটি পঞ্চায়েতে ক্ষেত্রসমীক্ষার থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নের সারণি ও চার্টের দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, পরিবারের সকল সদস্য নির্বাচনে ভোট প্রদান, নিজের পছন্দ মতন ভোট দেওয়া এবং মেয়েরা সরাসরি রাজনীতি করতে পারে তার তথ্য ভিত্তিক প্রকাশ আমরা পাই। এই বিষয়গুলি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উক্ত এলাকার সাধারণ মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। চারশো জন উত্তরদাতার ৯৪% মানুষ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে ও ৬% ভোট দিতে পারে না এবং নির্বাচনে হিন্দু অধ্যুষিত পঞ্চায়েত অপেক্ষা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মানুষ ভোট প্রদানে আগ্রহী কম। ৮৭.৭৫% মানুষ নিজের ইচ্ছা মতন ভোট দিতে পারে এবং ১২.২৫% মানুষ ভোটে দানে নিজেদের ইচ্ছার গুরুত্ব থাকে না বরং সেক্ষেত্রে অভিভাবক বা রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে ৯৭% মেয়েরা সরাসরি রাজনীতি করে না এবং মাত্র ৩% মেয়ে স্থানীয় স্তরে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচিত সদস্য ইত্যাদির ফলে সক্রিয় রাজনীতি করেন।

ক্রমিক নং	পঞ্চায়েতসমূহ	মোট উত্তরদাতা	নির্বাচনে সকলে ভোট প্রদান		পছন্দ মতন ভোট		মেয়েরা রাজনীতি করে	
			হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
১	করিমপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত	১০০	৯৮	০২	৯১	০৯	০৩	৯৭
২	পিপুলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত	১০০	৯৬	০৪	৮৬	১৪	০৪	৯৬
৩	রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	১০০	৯৭	০৩	৮৯	১১	০১	৯৯
৪	নতিডাঙ্গা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত	১০০	৮৫	১৫	৮৫	১৫	০৪	৯৬
৫	মোট	৪০০	৩৭৬	২৪	৩৫১	৪৯	১২	৩৮৮
৬	শতাংশ	১০০%	৯৪%	০৬%	৮৭.৭৫%	১২.২৫%	০৩%	৯৭%

(উৎস — ক্ষেত্র সমীক্ষা)

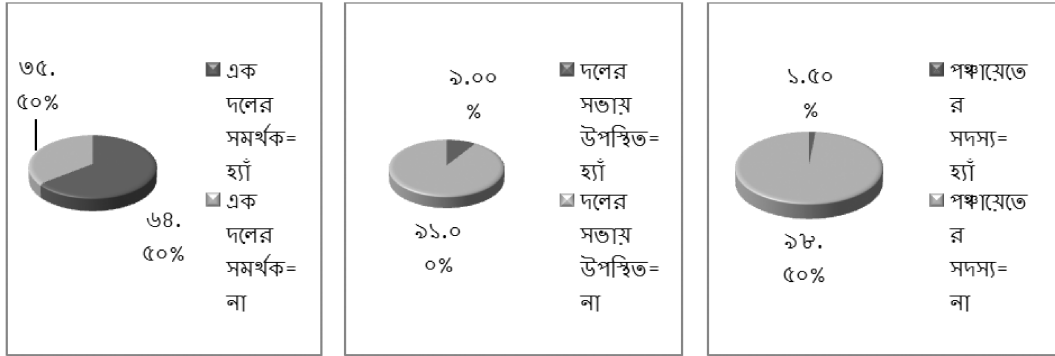


(উপরের সারণী অনুসারে প্রাপ্ত বিবরণী)

সমীক্ষাকৃত পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামগুলির পরিবারের সকল সদস্য একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থক করে না। এলাকাটির ৬৪.৫% জনগণ একটি রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয় বা সমর্থন করে এবং ৩৫.৫% মানুষ বহুদলীয় ব্যবস্থায় সমর্থন ও বিশ্বাস করে। মাত্র ৯% মানুষ রাজনৈতিক দলের সভায় বা মিটিং-মিছিলে যায় এবং ৯১% মানুষ দলীয় সভায় যেতে চায় না। অন্যদিকে ১.৫% মানুষ পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে ও ৯৮.৫% মানুষ সাধারণ ভোটার হিসাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। নিচের সারণি ও চাটে আরও পরিষ্কার ভাবে সাধারণ মানুষের দলীয় সমর্থন, সভায় উপস্থিতি ও পঞ্চায়েতের সদস্য দেখানো হল-

ক্রমিক নং	পঞ্চায়েতসমূহ	মোট উত্তরদাতা	এক দলের সমর্থক		দলের সভায় উপস্থিত		পঞ্চায়েতের সদস্য	
			হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
১	করিমপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত	১০০	৮৬	১৪	০৬	৯৪	০০	১০০
২	পিপুলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত	১০০	৬২	৩৮	০৮	৯২	০২	৯৮
৩	রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	১০০	১৫	৮৫	০১	৯৯	০২	৯৮
৪	নতিডাঙ্গা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত	১০০	৯৫	০৫	২১	৭৯	০২	৯৮
৫	মোট	৪০০	২৫৮	১৪২	৩৮	৩৬৪	০৬	৩৯৪
৬	শতাংশ	১০০%	৬৪.৫%	৩৫.৫%	০৯%	৯১%	১.৫%	৯৮.৫%

(উৎস — ক্ষেত্র সমীক্ষা)



(উপরের সারণী অনুসারে প্রাপ্ত বিবরণী)

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫২ সাল থেকে ২০২১ সালে পর্যন্ত বিধানসভার ধর্ম ভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করলে মুসলিম সম্প্রদায়ের জনপ্রতিনিধিত্ব সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব। এই সময়ের মধ্যে বিধানসভায় ৮.৭৩% থেকে ১৭.০০% মুসলিম জনপ্রতিনিধিত্ব ছিল কিন্তু সেক্ষেত্রে মুসলিম জনসংখ্যার হার অনেক বেশী। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম মানুষের পরিমাণ ২৪.৪% - ২৮.৮%। ফলে স্বাভাবিক ভাবে পরিসংখ্যানে মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় জনপ্রতিনিধিত্বের পরিমাণ কম। আবার এটাও দেখা যায় যে, নদীয়া জেলায় জনসংখ্যার হারের অনুপাতের থেকে মুসলিম জনপ্রতিনিধি রাজ্যের বিধানসভায় অনেক কম। ২০১১ ও ২০১৭ সালে নদীয়া থেকে ১৭জন বিধায়কের মধ্যে মাত্র দুজন বিধায়ক হল মুসলিম যা জেলার মোট বিধায়কের ১১.৭৬% কিন্তু জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা হল ২৬.৮%। ১৯৫১ সালে নদিয়াতে কোন মুসলিম বিধায়ক ছিল না অর্থাৎ মুসলিম জনপ্রতিনিধিত্ব শূন্য। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত নদীয়া জেলা থেকে লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভায় মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার তুলনায় খুব কম জনপ্রতিনিধিত্ব গিয়েছে। ফলে আইনসভায় মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবী-দাওয়ার কথা জানানো জনপ্রতিনিধির অভাব দেখা যায়।

নদীয়া জেলার মুসলিমদের উন্নয়ন- একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা

ধর্ম ভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গ ও নদীয়া জেলার এম.এল.এ (১৯৫২-২০২১ সাল) এর অবস্থা-

সাল (১৯৫২-২০২১)	ধর্ম ভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গে এম.এল.এ এর সংখ্যা ও শতাংশ					ধর্ম ভিত্তিক নদিয়াতে এম.এল.এ এর সংখ্যা ও শতাংশ				
	মোট এম. এল. এ	হিন্দু ও অন্যান্য এম.এল.এ	হিন্দু ও অন্যান্য এম.এল.এ শতাংশ	মুসলিম এম.এল. এ	মুসলিম এম.এল. এ শতাংশ	মোট এম. এল. এ	হিন্দু ও অন্যান্য এম.এল.এ	হিন্দু ও অন্যান্য এম.এ ল.এ শতাংশ	মুসলিম এম.এল. এ	মুসলিম এম.এ ল.এ শতাংশ
১৯৫২	২৩৮	২২৬	৯০.৭৬	২২	৯.২৪	১০	১০	১০০	০০	০০
১৯৫৭	২৫২	২৩০	৯১.২৭	২২	৮.৭৩	১১	১০	৯০.৯	০১	৯.০৯
১৯৬২	২৫২	২২৬	৮৯.৬৮	২৬	১০.৩২	১১	১০	৯০.৯	০১	৯.০৯
১৯৬৭	২৮০	২৫১	৮৯.৬৪	২৯	১০.৩৬	১৪	১১	৭৮.৫ ৭	০৩	২১.৪৩
১৯৭২	২৮০	২৪৯	৮৮.৯৩	৩১	১১.০৭	১৪	১৩	৮৮.৮ ৬	০১	৭.১৪
১৯৭৭	২৯৪	২৬০	৮৮.৪৪	৩৪	১১.৫৬	১৫	১২	৮০.০ ০	০৩	২০.০০
১৯৮২	২৯৪	২৫৩	৮৬.০৫	৪১	১৩.৯৫	১৫	১৩	৮৬.৬ ৭	০২	১৩.৩৩
১৯৮৭	২৯৪	২৫৯	৮৮.১০	৩৫	১১.৯০	১৫	১৩	৮৬.৬ ৭	০২	১৩.৩৩
১৯৯১	২৯৪	২৫৬	৮৭.০৭	৩৮	১২.৯৩	১৫	১২	৮০.০ ০	০৩	২০.০০
১৯৯৬	২৯৪	২৫৯	৮৮.১০	৩৫	১১.৯০	১৫	১২	৮০.০ ০	০৩	২০.০০
২০০১	২৯৪	২৬০	৮৮.৪৪	৩৪	১১.৫৬	১৫	১৪	৯৩.৩ ৩	০১	৬.৬৭
২০০৬	২৯৪	২৫১	৮৫.৩৭	৪৩	১৪.৬৩	১৫	১৪	৯৩.৩ ৩	০১	৬.৬৭
২০১১	২৯৪	২৪৪	৮৩.০০	৫০	১৭.০০	১৭	১৪	৮২.৩ ৫	০৩	১৭.৬৫
২০১৬	২৯৪	২৪৫	৮৩.৩৩	৪৯	১৬.৬৭	১৭	১৫	৮৮.২৪	০২	১১.৭৬
২০২১	২৯৪	২৫৬	৮৭.০৭	৩৮	১২.৯৩	১৭	১৫	৮৮.২৪	০২	১১.৭৬

Source- <https://en.wikipedia.org/1952>, <https://en.wikipedia.org/1957>, <https://en.wikipedia.org/1962>,
<https://en.wikipedia.org/1967>, <https://en.wikipedia.org/1972>, <https://en.wikipedia.org/1977>,
<https://en.wikipedia.org/1982>, <https://en.wikipedia.org/1987>, <https://en.wikipedia.org/1991>,
<https://en.wikipedia.org/1996>, <https://en.wikipedia.org/2001>, <https://en.wikipedia.org/2006>,
<https://en.wikipedia.org/2011>, <https://en.wikipedia.org/2016>, <https://en.wikipedia.org/2021>

ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের দারিদ্রতার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অল্প বয়সে বিবাহ, জন্মের হার বেশী ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা। মুসলিম সমাজের উন্নয়নে বাধাগুলি দূর করা খুব প্রয়োজন (Khalidi, op.cit, 2004:178-179)।^{১০} ভারত ভাগের পর মুসলমানদের ৪০০ বছরের গৌরবের ইতিহাস, মর্যাদা এবং ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিমদের ভূমিকা ভেঙ্গে পড়ে। স্বাভাবতই মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দিক দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের থেকে পিছিয়ে পড়ে। এরপর থেকে ভারতে মুসলিম নেতার বা লিডারশিপের অভাব লক্ষ করা যায় (Puri 1993: 2141)।^{১১} মুসলিম উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। যেমন মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন (এম.এ.ই.এফ) শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের সাহায্য করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০০ কোটি টাকার ফান্ড বিশিষ্ট সংস্থা মেয়েদের স্কুল, কলেজ, হোস্টেল এবং স্কলারশিপের মাধ্যমে মুসলিম উন্নয়ন ঘটাতে তৎপর হয়েছিল (Udin 2012: 397)।^{১২} সর্বভারতীয় স্তরে ২০১১ সালের জনগণনানুসারে ১৪% মুসলিম ছিল কিন্তু সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের পর মাত্র ৫% জনপ্রতিনিধি পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। সপ্তম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ৯% মুসলিম জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল এবং এটাই স্বাধীন ভারতে সব থেকে বেশী মুসলিম জনপ্রতিনিধি ভারতের পার্লামেন্টে স্থান পেয়েছিল (Farooqui 2020: 1-5)।^{১৩}

স্বাধীনতার পর প্রথম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীসভা তৈরী হয় সেখানে কোনো মুসলিম মন্ত্রী ছিল না। কিন্তু ১৯৫১ সালের ড. বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় ড. রফিউদ্দিন আহমেদ মন্ত্রীসভায় জায়গা পান। সদ্য ভাগ হওয়া রাষ্ট্রের পরিপেক্ষিতে মুসলিমদের জন্য আলাদা পরিকল্পনা না করে নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখায় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৬২ সালের রাজ্য মন্ত্রীসভায় পাঁচজন মুসলিম মন্ত্রী তাদের নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণ করলেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের জন্য পৃথক ভাবনা-চিন্তা করতে পারেননি (আহমেদ ২০১২: ১৫৬-১৫৯)।^{১৪} বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম উন্নয়নের জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। কেন্দ্র সরকার যে সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করে সেখানে মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া বিষয়টি মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন সরকার থাকার সময়ে মুসলিম বিধায়ক বা মন্ত্রী থাকলেও শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য তেমন কিছু হয়নি (তদেব : ১৬০-১৬৪)।^{১৫} মুসলিমদের উন্নয়নের কথা বললেও বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তেমন কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি। ২০১১ সালে নতুন সরকার আসার পর সাচার কমিটির সুপারিশ ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করে এই রাজ্যের মুসলমানদের উন্নয়ন করার কথা বলা হয়। কিন্তু হাজী মহাম্মদের ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ ১২৫০ বিঘা যা হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় রয়েছে। রাজ্য সরকার স্বাধীনতার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের ওয়াকফ সম্পত্তির হিসাব দেয় না এবং মুসলিম উন্নয়নে এই সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি (আহমেদ ২০১২: ১৭৯-১৮৪)।^{১৬} পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়কে মূলত সংরক্ষণের জন্য দুটি স্তরে ভাগ করা হয় এবং তা হল অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী-এ বা ও.বি.সি.-এ এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী-বি বা ও.বি.সি.-বি। রাজ্য সরকার ১৪৩ টি পদবি নিয়ে ও.বি.সি. তালিকা তৈরী করেছে এবং তার মধ্যে ৮৩ টি মুসলিম রয়েছে। এর মধ্যে ৫৭টি ও.বি.সি.-এ এবং ২৬টি পদবি ও.বি.সি.-বি। মুসলিমদের ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের জন্য ও.বি.সি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করে (Biswas 2015: 73-74)।^{১৭}

জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতের সমান সংখ্যক বিধায়ক জেলাটি থেকে একবারেও বিধানসভায় স্থান পায়নি। জেলা থেকে লোকসভায় কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের

জনপ্রতিনিধিত্ব পাঠানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। জেলা তথা রাজ্যের যে রাজনৈতিক দলগুলি রয়েছে সেখানে মুসলিম নেতার সংখ্যা খুব কম। মুসলিম সাধারণ ভোটারদের মুসলিম লিগের অবক্ষয়ের পর অন্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি ভোটারদের উদাসীনতা দেখা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি জেলার সমস্ত এলাকায় সমবণ্টন প্রয়োজন। এখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য লোকসভা ও বিধানসভায় সমপ্রতিনিধিত্ব, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরিমাণ বাড়ানো, রাজনৈতিক দলগুলিতে মুসলিম নেতা-নেত্রীর বৃদ্ধি করা এবং রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ মুসলিম মানুষের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করা। বাস্তবে নদীয়ার দক্ষিণাংশ থেকে উত্তরাংশ সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। আর নদীয়ার এই অংশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বেশী বসবাস করে। ফলে জেলার সমগ্র এলাকায় সরকার ও দল ব্যবস্থার রাজনৈতিক দলগুলিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

তথ্য সূত্র-

১. Phillips, Rhonda, Pittman H. Robert, 2009, An Introduction to Community Development, Routledge, New York, pp.5-6
২. Community Developmen, Social Work and Development, State Resource Center, Kerala, 2015, pp.5-6
৩. Midgley, James, 1995, Social Development Perspectives in Social Welfare, Sage Publications, London, pp.12-13
৪. Simasinghe, M. Wanninayaka, January 2020, Development What does it really mean?, Acta Polonica, Research Gate, p.52/ www.researchgate.net/publication. Accesed on 28.12.2023, 11:55pm
৫. Mondal, Rahim, Sekh, 1994, Dynamics of Muslim Society, Inter-India Publications, New Delhi, pp.28-32
৬. কোরাআন মাজিদ, ১১২ নং সূরা, পৃ.৮৪৭
৭. ইসলাম, আমিনুল, ২০১৫, হাজার বছরের বাংলার মুসলমান, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, পৃ.১১-১২
৮. Sarkar, Jadunath Sir, 1948, The History of Bengal, Vol?-II, Muslim Period-1200A.D.-1757A.D., B. R. Publishing Corporation, Delhi, pp.1-2
৯. Ibid, pp.5-7
১০. আহমেদ, খাজিম, ২০১২, পশ্চিমবাংলার বাঙালি মুসলমান-অন্তর্বিহীন সমস্যা, উদার আকাশ, ঘটকপুকুর-পশ্চিমবঙ্গ, পৃ.১৪-১৫
১১. Khalidi, Omar, 2004, Indian Muslim Society and Economy, “Islam in South Asia”, Anno 23(84), Nr.1, Oriente Moderno, p.178
১২. Ibid, p.178
১৩. Leaving Reality of Muslims in West Bengal: A Report, Association SNAP and Guidance Guild in Association with Pratichi Institute, Rupali, Kolkata, 2016, p.20
১৪. Ibid, pp.21-22
১৫. Gupta, Joyeeta, January 2015, Inclusive Development, Research Gate, pp.35-36/ www.researchgate.net/publication. Accesed on 15.7.2022
১৬. Sen, A, 1999, Development As Freedom. New York: Anchor books, p.3
১৭. Human Development in South Asia 2002-Agriculture and Rural Development, The Mahbul-ul-Haq Human Development Centre, Oxford University Press, New York, 2003, pp.15-27

১৮. Willis, Katie, 2011, Theories and Practices of Development, Routledges, London, pp.1-2
১৯. Naqvi, Moazma, Muzaffar, Muhammad, Dr., Yaseem, Zahid, Dr., Sept, 2021, Lucian Pye and Political Development: A Case of Pakistan, “Pakistan Languages and Humanities Review”, Vol.5, No.2 (34-46), p.34
২০. Ibid, p.35
২১. Pye, W. Lucian, Sept, 1991, Political Culture Revisited, “International Society of Political Psychology”, Vol.12, Mo.3, pp.496-498
২২. Naqvi, Muhammad, Yaseem, op.cit, p.34
২৩. Yu, Seung, Dal, 2002, The Role of Political Culture in Iranian Political Development, Routledge, New York, Chap-1
২৪. Ansari, Ashfaq Husain, 2007, eds., Basic Problems OBC and Dalit Muslim, “Basic Problems of Indian Muslims”, Asghar Ali Engineer, Serials Publications, New Delhi, pp.37-40
২৫. আহমেদ, খাজিম, ২০১২, পশ্চিমবাংলার বাঙালি মুসলমান-অন্তর্বিহীন সমস্যা, উদার আকাশ, ঘটকপুকুর-পশ্চিমবঙ্গ, পৃ.১০৮-১১৪
২৬. Kishnan, P.S, ‘Reservations for Muslims in India: A Step for Inclusive Development,’ *Economics and Political Weekly*, Vol.47, No.33, 18th August, 2012, pp.61-62
২৭. Ibid, pp.63-64
২৮. Eleventh Five Year Plan 2007-2012, Planning Commission, Government of India, Vol. I, Inclusive Growth, Oxford University Press, New Delhi, 2008, pp.121-125
২৯. ibid, p.123
৩০. Khalidi, op.cit, 2004, pp.178-179
৩১. Puri, Balraj, 2nd oct, 1993, ‘Indian Muslims Scienc partition,’ *Economic and Political Weekly*, Vol.28, No.40, p.2141
৩২. Udin, Nazeer, January 2012, ‘Dr., Muslim Minority Exclusion and Development Issues: Need for Inclusive Policy,’ *International Journal of Multidisciplinary Research*, Vol.2, Issue-1, p.397
৩৩. Farooqui, Adnan, 2020, Political Representation of Minority: Muslim representation in Contemporary India, “India Review”, Routledge, pp.1-5
৩৪. আহমেদ, প্রাণজ্ঞ, পৃ.১৭৯-১৮৪
৩৫. তদেব, পৃ. ১৬০-১৬৪
৩৬. তদেব, পৃ. ১৭৯-১৮৪
৩৭. Biswas, Zinarul, Haque, Md, 2015, ‘Muslim OBCs in West Bengal: Problems and Prospects,’ *Islam and Muslim Societies: A social Science Journal*, Vol.8, No.2, pp.73-74

লেখক পরিচিতি:

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

খাশি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

Email id: rabiulislamshaikh1988@gmail.com